সংবাদ

17 APR 2017

কওমি শিক্ষার স্বীকৃতিদান বিধিবহির্ভূত
কওমি মাদ্রাসার নিয়ন্ত্রণে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা

স্নাতকোত্তর সমমানের স্বীকৃতি পাওয়া কওমি মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদিসের সনদ কোন কর্তৃপক্ষ দেবে সেটা স্পষ্ট করা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। দাওরায়ে হাদিসের সনদ দেয়ার জন্য বিধি মোতাবেক কোন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, হেফাজতের আমিরের নেতৃত্বাধীন গঠিত কমিটিকেই সব দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তারা যেভাবে বলবে, সরকার সেভাবেই স্বীকৃতি দেবে।

দাওরায়ে হাদিসকে স্নাতকোত্তরের সমমান দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। পাশাপাশি সনদবিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়।

কতটা নিয়ন্ত্রণাধীনভাবে কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ শিক্ষাকে সরকারি স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে তার আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে, সনদ প্রদানে বিধিবদ্ধ কোন কর্তৃপক্ষ না রাখা। সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় বা স্বীকৃত মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায়ও সনদ দেয়ার বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ আছে। আর কওমি মাদ্রাসার ক্ষেত্রে সবকিছু ছেড়ে দেয়া হয়েছে হেফাজতের কমিটির হাতে। তারা যেমন খুশি পাঠ দেবে, যেমন খুশি সনদ দেবে। সরকার কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থায় ন্যূনতম সংস্কার আনেনি। কওমি মাদ্রাসার শিক্ষাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে অদ্ভুত পদ্ধতিতে। এর নিচের স্তরের শিক্ষায় কোন সরকারি স্বীকৃতি নেই। নিচের স্তরে স্বীকৃতি না থাকলেও সর্বোচ্চ স্তরে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা নিয়ে এতটা লেজে-গোবরে কেন করা হয়েছে সেটা একটা প্রশ্ন। শিক্ষামন্ত্রী দাওরায়ে হাদিসের সনদ দেয়ার প্রশ্নে যে বক্তব্য দিয়েছেন সেটা দায়িত্বশীলতার পরিচায়ক নয়। সনদ যদি কমিটিই দেয় তাহলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থাকার দরকার কি আর শিক্ষামন্ত্রীই বা লাগবে কেন! তিনি দায়িত্ব ছেড়ে দিলেই তো পারেন। হেফাজতে ইসলামসহ একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীকে অযৌক্তিক সুযোগ-সুবিধা দেয়ার কারণ কি সেটা আমরা জানতে চাই। কওমি মাদ্রাসাগুলো মূলধারায় যুক্ত হোক সেটা আমরা চাই। কিন্তু মূল ধারায় আনার জন্য সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এবং মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার করতে হবে। তাদের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সরকার নির্ধারিত বিধিসম্মত কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে তাদের কাজ করতে হবে। যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ইউজিসি রয়েছে, স্কুলের ক্ষেত্রে শিক্ষা বোর্ড রয়েছে। এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক হচ্ছে সুফি, মাওলানা এবং তার কমিটি। এ কোন শিক্ষা ব্যবস্থা?

কওমি মাদ্রাসাগুলোকে মূল ধারায় ফেরানোর জন্য বছর পাঁচেক আগে একটি কমিশন গঠন করা হয়েছিল। সেই কমিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী যদি কাজ করা হতো তাহলেও কওমি মাদ্রাসাগুলোয় সরকারের অন্তত কিছু নিয়ন্ত্রণ থাকত। বাস্তবে হয়েছে এর উল্টো। কওমি মাদ্রাসাগুলোই সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করছে। তারা শুধু তাদের অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারি স্বীকৃতিই আদায় করে ছাড়েনি, এর সনদ দেয়ার ক্ষমতাও নিজেদের নিয়ন্ত্রণেই রেখেছে। অথচ কথা ছিল, সরকার তখনই তাদের শিক্ষার স্বীকৃতি দেবে যখন তারা সুনির্দিষ্ট কিছু বিধিবিধান মেনে চলবে, তাদের আয়ের উৎস জানাবে।

যে গোষ্ঠী কখনো রাষ্ট্রের নিয়ম-নীতির ধার ধারে না সেই গোষ্ঠীকে স্বীকৃতি দিয়ে সরকার জঙ্গিবাদের পথ প্রসারিত করেছে বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। আমরা বলতে চাই, এখনও সময় আছে। আমরা আশা করি, সরকার কওমি মাদ্রাসা প্রশ্নে তার ভুল বুঝতে পারবে। কওমি শিক্ষায় পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে, যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ গঠন করে তাদের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনতে হবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর